' নতুন শতাব্দীতে নিজের চলন এবং চেহারা দ্বারা ফরিস্তা স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো '

আজ বাপদাদা নিজের পরমাত্ম পালনার অধিকারী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। কত ভাগ্যবান যে স্বয়ং পরমাত্মার পালনায় জীবন যাপন করছে। দুনিয়ার লোকেরা বলে আমাদের পরমাত্মা পালনা দিচ্ছেন , কিন্তু তোমরা অল্প সংখ্যায় বিশিষ্ট আত্মারা প্র্যাক্টিকালে পালিত হচ্ছো। পরমাত্ম পালনা আছে , পরমাত্ম শ্রীমত আছে, সেই শ্রীমত অনুযায়ী চলছো , পালিত হচ্ছো । তেমনই নিজেকে বিশেষ আত্মা অনুভব করো কি ? নিজের মহানতাকে জানো কি ? বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ আত্মারাই হল মহান আর ভবিষ্যতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ মহান। দ্বাপরে তোমাদের জড় চিত্র এতই মহান হয়, যে কেউ ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়াতেই মাথা নত করবে । এতই তোমাদের মহানতা আছে যে আজ দিন পর্যন্ত যদি কোনো আত্মাকে নকল দেবতায় পরিণত করে , লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে পরিণত করবে , শ্রীরাম রূপে পরিণত করবে , তো যতক্ষণ ঐ আত্মা দেবতা রূপে পার্ট প্লে করে , তো ঐ আত্মাকে জেনেও যে এই হল সাধারণ মানুষ , কিন্তু যখন দেবতা রূপে পার্ট প্লে করে তখন সেই সাধারণ আত্মাকেও মাথা নত করবে। তো তোমার রূপের মহানতা তো আছেই কিন্তু নামধারী আত্মাদেরও মহান ভাবে। তো এমন মহানতার অনুভব করো কি ? জানো , বোঝো বা ইমার্জ রূপে নিজেকে অনুভব করো কি ? কারণ মুখ্য আধারই হল অনুভব করা।

বাপদাদা সব বাচ্চাদেরকে অনুভবীমূর্ত করেন । শুধুমাত্র শুনে বা জেনে থাকে এমন নয়। অনুভবের প্রদর্শন প্রত্যেকের চেহারায় , চলন দ্বারা হয়ে যায়। চালচলন দ্বারা তার অবস্থার অনুমান করে নেওয়া যায়। তাহলে ভাবো আমাদের চলন কেমন ? ব্রাহ্মণ চলন আছে ? ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বদা সম্পন্ন আত্মা । শক্তি সম্পন্ন , গুণ সম্পন্ন .... তো এমন চলন আছে ? তোমাদের চেহারায় দেখা দেয় কি যে এরা সাধারণ হয়েও অলৌকিক ? তোমাদের সবার দৃষ্টি , বৃত্তি , ভাইব্রেশন অলৌকিক অনুভব হয় কি ? যখন লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তোমাদের দিব্যতা , মহানতা জড় চিত্র দ্বারাও অনুভব হয় , তো বর্তমান সময়ে চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা অনুভব হয় কি ? জড় চিত্র তো তোমাদেরই কিনা !

অমৃতবেলা থেকে প্রতিটি চলন চেক করো - আমাদের দৃষ্টি অলৌকিক আছে কি ? চেহারার পোজ সর্বদা আনন্দিত থাকে ? একরস , অলৌকিক থাকে বা সময় প্রতি সময় বদলাতে থাকে ? শুধু যোগে বসার সময়ে বা কোনো বিশেষ সেবার সময়ে অলৌকিক স্মৃতি বা বৃত্তি কি থাকে বা সাধারণ কাজ করার সময়ে চেহারা ও চলন বিশেষ কি থাকে ? কেউ তোমাদের দেখুক - কাজকর্মে খুব বিজি থাকা সত্ত্বেও , কোনও অস্থিরতার কথা সামনে থাকুক কিন্তু তোমাদের অলৌকিক ভাবে কি ? তো চেক করো যে চলন-বলন , চেহারা সাধারণ কাজেও ডিট্যাচ এবং প্রিয় অনুভব হয় কি ? কোনও সময়ে হঠাৎ কোনও আত্মা তোমাদের সামনে এসে গেলে তো তোমাদের ভাইব্রেশনে , চলন-বলনে এই রকম ভাববে যে এরা কি অলৌকিক ফরিস্তা ? কারণ আজকের দিন সঙ্গমের দিন , পুরানো বিদায় নিচ্ছে নতুনের আগমন হচ্ছে । তো বিশ্বের সামনে নবীনতা দেখা যাচ্ছে কি ? অন্তরে স্মরণ থাকে বা ভাবো কি , সে আলাদা কথা কিন্তু স্থাপনার সময়কে দেখো - কতোটা সময় স্থাপনার কার্যে পেরিয়েছে ? অতীতের সময় প্রমাণ বাকি কত সময় রয়েছে ? তো কি অনুভব হওয়া

উচিত ? বাপদাদা জানেন যে অনেক ভাল পুরুষার্থী আছে যারা পুরুষার্থ করছে , উড়ে চলেছে কিন্তু বাপদাদা এই ২১তম শতাব্দীতে নবীনতা দেখতে চাইছেন। সবাই খুব ভাল , সবাই বিশিষ্ট , সবাই মহান কিন্তু *বাবার* *প্রত্যক্ষতার* *আধার* *হল* *-* *সাধারণ* *করার* *সময়েও* *ফরিস্তা* *চলন-বলন* *হোক* *।* বাপদাদা এইরকম দেখতে চান না যে কথাটা এইরকমই ছিল , কাজটা এমনই ছিল , পরিস্থিতি এমন ছিল , সমস্যা এমনই ছিল, তাই সাধারণতা এসেছে। ফরিস্তা স্বরূপে অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপে রও , সাকার রূপে রও। শুধু বুঝে নেওয়া নয় , স্মৃতিতে নয় , স্বরূপে রও । এমন পরিবর্তন যে কোনো সময়ে , কোনো অবস্থায় অলৌকিক স্বরূপ অনুভব হোক। এমনই থাকো নাকি একটু পরিবর্তন হয় ? যেমন কথা তেমন স্বরূপ ধারণ কোরোনা । কথা তোমাদের কেন বদলাবে , তোমরা কথা বদলাও। শব্দ তোমাদের বদলাবে নাকি তোমরা শব্দ বদলে দেবে ? পরিবর্তন কাকে বলা হয় ? প্র্যাক্টিকাল জীবনের উদাহরণটা কি ? যেমন সময় যেমন পরিস্থিতি তেমন স্বরূপ ধারণ করা এইসব তো সাধারণ লোকেদের স্বরূপ। কিন্তু ফরিস্তা অর্থাৎ যে পুরানো বা সাধারণ চলন-বলনের চেয়ে ঊর্ধ্বে রয়।

এখন তোমাদের টপিক রয়েছে কিনা - " সময়ের আহ্বান " । তো এখন সময়ের আহ্বান বিশেষ আত্মাদের জন্যে হল এইটিই যে এখন ফরিস্তা অর্থাৎ অলৌকিক জীবন স্বরূপে যেন দেখা দেয়। এইরকম কি হতে পারে ? টিচার্স বলো - হতে পারে ? কবে হবে ? হতে পারে তবেতো খুব ভালো কথা তাইনা , কবে হবে ? একবছর চাই , ২০০০ বর্ষ টি পূর্ণ হয়ে যাক ? যারা ভাবছে কিছু সময় লাগবে চলো এক বছর নয় , ৬ মাস , ৬ মাস নয়তো তিন মাস চাই ? এতে কেউ হাত তুলবেনা । তোমাদের শ্লোগানটি কি ? মনে আছে কি ? " এখন নয়তো কখনও নয়" । এই শ্লোগানটি কাদের ? ব্রাহ্মণদের নাকি দেবতাদের ? ব্রাহ্মণদেরই শ্লোগান তাইনা ! তো *এই* *নতুন* *শতাব্দীতে* *বাপদাদা* *এইটিই* *দেখতে* *চান* *যে* *যা* *হওয়ার* *হয়ে* *যাক* *কিন্তু* *অলৌকিকতা* *যেন* *কম* *না* *হয়* । এরজন্য শুধুমাত্র চারটি শব্দের অ্যাটেন্সন রাখতে হবে , সেটি কি ? সে কোনো নতুন কথা নয় , পুরানো কথা , শুধু রিভাইস করাচ্ছেন ।

একটি কথা হল - শুভচিন্তক । দ্বিতীয় কথা - শুভচিন্তন , তৃতীয় কথা শুভভাবনা , এই ভাবনা নয় যে সে বদলাবে তো আমি বদলাব। তার জন্যেও শুভভাবনা আর নিজের জন্যেও শুভভাবনা আর শুভ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি এবং স্বরূপ। শুধু একটি শুভ শব্দ স্মরণে রাখো , তাতে চারটি কথাই এসে যাবে। আমাদের শুধুমাত্র শুভ শব্দটি স্মরণে রাখতে হবে। এই কথা অনেকবারই তো শুনেছ এখন আরও স্বরূপে আনার অ্যাটেন্সন রাখতে হবে। বাপদাদা জানেন পরিবর্তন এদেরই হতে হবে। আরও যারা আসবে তারা সাকার রূপে তোমাদেরই দেখবে।

আজ বছরের শেষ দিন কিনা । তো বাপদাদা মেজরিটি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ বছরের রেকর্ড দেখছেন । কি দেখলেন ? মুখ্য একটি কারণ দেখলেন । বাপদাদা দেখলেন মেটানোর এবং সমায়িত করার শক্তি কম আছে । মেটানো হয় , উল্টো দেখা , শোনা , ভাবা , অতীতের বিষয়বস্তু মেটানো হয় কিন্তু যেমন তোমরা বলো কিনা এক হল কন্সাস দ্বিতীয় হল সাবকন্সাস । মেটানো হয় কিন্তু মনের প্লেট বলো , স্লেট বলো , কাগজ বলো , কিছুই বলো , পুরো মেটানো হয়না। কেন হয়না ? তার কারণ হল - সমায়িত করার শক্তি পাওয়ারফুল নয়। সময় অনুযায়ী সমায়িত করা হয় কিন্তু আবার সময় অসময়ে বেরিয়ে আসে তাই যে চারটি শব্দ বাপদাদা বলেছেন সর্বদা সেসব স্মরণে থাকেনা। যদি

মনের প্লেট বা কাগজ পুরো পরিষ্কার না হয়েছে আর তার উপরে তোমরা আরও কিছু ভাল লিখতে চাইলে স্পষ্ট হবে কি ? অর্থাৎ সর্বগুন , সর্বশক্তি ধারণ করতে চাইলে সর্বদা ফুল পার্সেন্টেজে হবে কি ? একেবারে ক্লীন হবে , ক্লিয়ার হবে তবেই এই শক্তি সহজে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ হল এইটাই যে মেজরিটির স্লেট ক্লিয়ার ও ক্লীন নয়। একটু মাত্রায় অতীতের কথা অতীতের চলন, ব্যর্থ কথা ব্যর্থ চালচলন সুক্ষ্ম রূপে অবস্থান করে ফলে সময় অনুসারে সাকার রূপে দেখা দেয়। তো সময় অনুসারে প্রথমে চেক করো , নিজেকে চেক কোরো অন্যদের নয় কারণ অন্যদের চেক করা সহজ , নিজেকে চেক করা মুশকিল । তো চেক কোরো যে আমাদের মনের প্লেট ব্যর্থ থেকে এবং অতীত থেকে একেবারে পরিষ্কার হয়েছে কি ? সবচেয়ে সুক্ষ্ম রূপ হল ভাইব্রেশনের রূপে রয়ে যাওয়া । ফরিস্তা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে ক্লীন এবং ক্লিয়ার । সমায়িত করার শক্তি দ্বারা নিগেটিভ কে পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করে সমায়িত করো । নিগেটিভ সমায়িত না করে পজিটিভে পরিণত করে সমায়িত করো তবে নতুন শতাব্দীতে নবীনতা আসবে ।

দ্বিতীয় কি জিনিস দেখলেন বলব ? বলব নাকি ভারী ডোজ হয়ে যাবে ? যেমন বাপদাদা প্রথমেই বলেছেন যে যেমন করেই হোক না কেন আমি নিজের সঙ্গে পরমধাম নিয়েই যাব , সে মেরেই হোক বা ভালবেসেই হোক । অজ্ঞানীদের মার দিয়ে তোমাদের ভালোবাসা দিয়ে। তেমনই বাপদাদা এখন ও বলছেন যে যেমন করেই হোক দুনিয়ার সামনে মহান আত্মাদের ফরিস্তা রূপে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। তো রেডি আছো কি ? বাপদাদা তো বলেই দিয়েছেন যেমন করেই হোক তৈরী হতেই হবে। না হলে নতুন দুনিয়া আসবে কিভাবে । আচ্ছা - দ্বিতীয় কথা কি দেখলেন?

বছরের শেষ কিনা । দেখো , বাপদাদা মেজরিটি শব্দ বলছেন , সর্ব বলছেন না মেজরিটি বলছেন। তো দ্বিতীয় কথাটি কি দেখলেন ? কারোর মধ্যে রয়্যাল রূপে আলবেলাপন দেখলেন। আলবেলাপনের একটি কারণ হল - " সব কিছু চলে "। কেননা সাকারে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ দেখা অসম্ভব , সাকার ব্রহ্মাও সাকারে দেখতে পারেননি কিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে যদি চাইবেন তো সকলের প্রতিটি কর্ম দেখতে পারেন। যে গায়ন আছে যে পরমাত্মার হাজার চোখ আছে , লক্ষ চোখ লক্ষ কান আছে । তিনি এখন নিরাকার এবং অব্যক্ত ব্রহ্মা দুজনকেই সাথে দেখতে পারেন। কেউ যতই লুকোবার চেষ্টা করুক , রয়াল্টির সঙ্গে লুকোয় , সাধারণ ভাবে নয়। তো আলবেলাপন হল একটা স্থূল রূপ , এক সুক্ষ্ম রূপ , শব্দ দুটিতেই একই রয়েছে " সব চলে , দেখা হয়েছে কি হয় ! কিছুই হয়না। এখন তো চলো , পরে দেখা যাবে! " এই হল আলবেলাপন যুক্ত সংকল্প । বাপদাদা চাইলে সবাইকে শোনাতেও পারেন কিন্তু তোমরা বলো কিনা একটু লজ্জা রাখো। তো বাপদাদাও লজ্জা রাখেন কিন্তু এই আলবেলাপন পুরুষার্থকে তীব্র হতে দেয়না। পাস উইথ অনার করতে পারবেন না। যেমন নিজেই ভাবে কিনা ' সব চলে " । তো রেজাল্টেও চলে যাবে কিন্তু উড়বেনা। তো শুনেছ দুটি কথা দেখেছ ! পরিবর্তনে কোনো না কোনো রূপে , প্রত্যেকে আলাদা আলাদা রূপে আলবেলাপন রয়েছে । তো বাপদাদা সেই সময় হাসেন , বাচ্চারা বলে দেখা যাবে কি হয়। তো বাপদাদা বলেন দেখে নিও কি হবে ! তো আজ এই কথা কেন শোনানো হচ্ছে ? কারণ চাও বা না চাও , জোর করেও তোমাদের তৈরী করতেই হবে আর তোমাদেরও তৈরী হতেই হবে। আজ একটু শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছে কারণ তোমরা প্ল্যান করছো যে এই করব .....এই করব .... কিন্তু কারণের নিবারণ নাহলে তো টেম্পোরারি হয়ে যাবে , তখন কোনো কথা উঠলে বলবে কথাটাই এমন ছিল কিনা ! কারণটা এমনই ছিল ! আমার হিসেব - নিকেসের জন্যে এমন

হতে হয়েছে। মঞ্জুর আছে কিনা ! টিচার মঞ্জুর আছে তো ? ফরেনার্স মঞ্জুর আছে তো ? বাপদাদা বলেন হতেই হবে। তারপর নতুন শতাব্দীতে বলবে পরিণত হয়েছি । এমনই আছে তো - খুব কম সময় নেওয়া উচিত । কিন্তু বাপদাদা এক বছর দিচ্ছেন তবেতো সহজ হবে কিনা । সময় নিয়ে করো । আরাম শব্দের অর্থ হল আ রাম অর্থাৎ এসো রাম অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করে পুরুষার্থ করো। ঐ ডানলপে আরাম করবেনা । বাপদাদার তোমাদের প্রতি স্নেহ রয়েছে অনেক নাকি তোমাদের ভালোবাসা বেশী রয়েছে বাবার প্রতি ? কার বেশী রয়েছে ? বাবার না তোমাদের ?

বাপদাদার তোমাদের উপরে নিশ্চয় রয়েছে যে তোমরা সব বাচ্চারা বাবার স্নেহের রিটার্নে অব্যক্ত ব্রহ্মাবাবা সম অবশ্যই তৈরী হবে। হবে তাইনা ? বাপদাদা ছেড়ে দেবেন না! ভালবাসা আছে কিনা ! স্নেহ ভালোবাসা থাকলে তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়। তো ব্রহ্মাবাবার তোমাদের সঙ্গে স্নেহ রয়েছে । অপেক্ষায় থাকেন যে বাচ্চারা কখন আসে ! তো সমান হবে কিনা !

ব্রহ্মাবাবার এক রুহ-রিহান শোনাই । এখন ১৮ জানুয়ারী আসছে কিনা । তো ব্রহ্মাবাবা শিববাবাকে বলেন আপনি বাচ্চাদের ডেট ফিক্স করান , আমি কত অপেক্ষা করব ? এই ডেট ফিক্স করাও। তাহলে শিববাবা কি বলবেন ? মুচকি হাসেন । বাপদাদা তবুও বলেন বাচ্চারাই ডেট ফিক্স করবে, বাপদাদা করবেন না। ব্রহ্মাবাবা খুব স্মরণ করেন । তাহলে ডেট ফিক্স করা হবে ?

নতুন বছরে সমান স্বরূপ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করো। লক্ষ্য রাখো যে আমাদের ফরিস্তা স্বরূপ ধারণ করতেই হবে। এবারে পুরানো কথা শেষ করো। নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কার ইমার্জ করো। স্মৃতিতে রাখো - চলতে ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে পুরানো সংস্কার পুরানো কথার সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই। বুঝলে। এই পরিবর্তনের সংকল্পকে জল দাও। যেমন বীজকে জলও চাই রোদ চাই তবেই ফল হয় । তো সংকল্পকে , বীজকে স্মরণের জল এবং রোদ দিতে থেকো। বারবার রিভাইস করো আমার বাপদাদার কাছে কি কথা দেওয়া আছে ! আচ্ছা ! চারিদিকের মহান আত্মারা সর্বদা পরিবর্তন শক্তিকে প্রতি কার্যে ব্যবহার করে যারা , বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদের সদা দৃঢ় নিশ্চয়ে প্রত্যক্ষ স্বরূপ প্রদর্শনকারী ব্রাহ্মণ রূপী ফরিস্তা আত্মাদের সদা একমাত্র বাবা আর কেউ নয় , বাবা সমান স্বরূপে পরিণত হবে এমন , বাপদাদার স্নেহের রিটার্ন দেবে এমন মহাবীর আত্মাদের বাপদাদার স্নেহ স্মরণ এবং নমস্কার ।

বরদান : নিজের চলন এবং চেহারা দ্বারা ভাগ্যের রেখা প্রদর্শনকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব।

ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের এই অলৌকিক জন্ম অনাদি পিতা এবং আদি পিতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। যার জন্মই হয়েছে ভাগ্যবিধাতা দ্বারা , সে কতই না ভাগ্যবান হয়েছে। নিজের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সর্বদা স্মৃতিতে রেখে আনন্দিত থাকো। চলন এবং চেহারায় এই স্মৃতি স্বরূপ প্রত্যক্ষ রূপে নিজেরও অনুভব হোক এবং অন্যদেরও দৃষ্টিগোচর হোক। তোমাদের কপালে দুটি ভ্রুকুটির মধ্যিখানে এই ভাগ্যের রেখা প্রজ্বলিত দেখা যায় তবে বলা হবে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা ।

স্লোগান : যোগী তুমি আত্মা সে-ই হয় যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট-মাইট রূপের অনুভব করে।

সূচনা

আজ থেকে আমাদের সবার অতিপ্রিয় পিতাশ্রী ব্রহ্মাবাবার সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতার এই জানুয়ারী মাস আরম্ভ হচ্ছে । আমরা সব ব্রহ্মা বৎসগণ এই মাসটিকে বিশেষ অব্যক্ত মাস , তপস্যা মাস রূপে পালন করি। তো প্রতিদিন বিশেষ মুরলী ক্লাসের পরে সবাই ১০ মিনিট তপস্যার রূপে জ্বালা স্বরূপে শক্তিশালী যোগাভ্যাস করবে এবং প্রকৃতি সহ সর্ব আত্মাদের শান্তি এবং শক্তির সকাশ প্রদানের সেবা করবে। এই লক্ষ্য নিয়ে প্রতিদিনের মুরলীর নীচে বিশেষ একটি পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে , যা তপস্যায় তোমাদের বিশেষ সহযোগ দেবে এবং পুরো দিন কর্মযোগী হয়ে থাকতে সাহায্য করবে :-

তপস্বী মূর্ত হও
তপস্বী অর্থাৎ সর্বদা বাবার লগনে লাভলীন , প্রেমের সাগরে সমায়িত , জ্ঞান , আনন্দ , সুখ , শান্তির সাগরে সমায়িত থাকে যে তাকে তপস্বী মূর্ত বলা হয়। তো সবাই এই অনুভবে মগ্ন হয়ে যাও।